পুনরুত্থান সংখ্যা-২০০৮

নায়েগ্রা পাড়ে বসে তুরাগকে মনে পড়ে

লিলি এলিজাবেথ কস্তা

হাতে গুণে মাসেরও কম সময় হল ম্যাপেল পাতার এই দেশে সপরিবারে বাস করছি। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে এসেছি। সে সুবাদে এক সময় নায়েগ্রা পাড় যাবার সুযোগ হয়েছিল। বোধকরি, আমার ৫ম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে বাংলা ১ম পত্র পাঠ্য বইয়ে 'নায়েগ্রার জলপ্রপাত' নামে একটি গল্প পড়েছিলাম। বর্তমান বিশ্বের সপ্তমাশ্চর্যের একটি হল এই জলপ্রপাত। যা হোক, এটা দেখার সৌভাগ্য হল অবশেষে। নায়েগ্রা পাড়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমায় নষ্টালজিয়ায় পেয়ে বসল। আমি বার বার ফিরে যাচ্ছিলাম আমার অতীতে। আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া মধুময় সেই অতীতে...। এক এক সময় মনে হচ্ছিল আবার যদি বাংলাদেশে পুরোনো পেশায় ফিরে যেতে পারতাম... তবে ক্লাস এ মেয়েদের পড়াতে গিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় নায়েগ্রার রূপের বর্ণনা দিতাম। সেই সাথে আরও মনে পড়ছিল আমার দুঃখিনী তুরাগ কে। আমি তুরাগ পাড়ের মেয়ে। আমার বাড়ীর দক্ষিণে ক্ষীণকায় বয়ে চলেছে তুরাগ নদী। রূপ মাধুর্যে হয়ত নায়েগ্রার সাথে তুরাগের তুলনা চলে না। এখন তো নয়-ই। মানুষের অযাচিত অত্যাচারে, নির্বিচারে নদী দূষণের কারণে রূপের ভরা জৌলুসের তুরাগ এখন রূপ হারিয়ে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। নদীর পানি পচে দুর্গন্ধ বের হয়। মাছ মরেছে, মরেছে দুর্লভ জলজ প্রাণী শুশুকও। তথাপি, ভরা বর্ষায় তুরাগের কোকিল কালো জল, পাল তুলে বালি-ভরা নৌকার বয়ে চলা, ইঞ্জিন চালিত নৌকার ঘটঘট শব্দে মুখরিত চারিধার, কখনও হয়ত বা কোন বরযাত্রীর গয়নায় (এক ধরনের ছইওয়ালা নৌকা) উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে যাওয়া আর নদী লাগোয়া বিলের মাঝে মাঝে ৭-৮ হাত উচ্চতার আকণ্ঠ নিমজ্জিত পাট গাছ, হিজল গাছের সৌন্দর্য, বিল সাঁতারে নদীর কাছাকাছি চলে যাওয়ার আনন্দঃ এই -ই বা কম কিসে? সেই নদী পাড়ে বসে আছে আমার মমতাময়ী মা। হায়! অনেকদিন হল মার মুখটি দেখি না।

নায়েগ্রা জলপ্রপাতের সুউচ্চ জলধারার সৌন্দর্য মনকে মোহিত করে, ভাবায়। কোথা থেকে এই জলরাশি অনবরত আছড়ে পড়ছে নিচে! তাকে দেখে মনে হয় সে ঘোষণা করছে আমি পরিবেশের এক অপার সৌন্দর্য। রূপের এই রাণী মনে হয় অনন্তকাল থেকেই সে ছিল, আছে ও থাকবে। যেন তার অস্তিত্ব বিলীন হবার নয়। উপর থেকে নীচে তাকালে মনে হয়, সুনীল সফেন নদী বক্ষে ঈগলের ডানায় ভর করে প্রমোদ তরী গুলো ভেসে বেড়ায়। পর্যটকের পদভারে মুখরিত হয় এর চারপাশ। ধনীদেশ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সরকারের সদিচ্ছা ও প্রযুক্তির ব্যবহারে নায়েগ্রার যত্নের কোন শেষ নেই।

পক্ষান্তরে আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও নদীগুলোর কোন যত্ন বা পরিচর্যা আমরা কখনই সঠিকভাবে করিনি, করিও না। সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা, সঠিক পরিকল্পনা, পরিকল্পনার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ঘটিয়ে আমাদের দেশের নদীগুলোকে রূপবতী করে তোলা যেত। যা দেখে বিদেশী পর্যটকগণ হয়ত মুগ্ধ হয়ে বলতেন বাহ্। নদীর এই অযত্নে আমাদের দেশে বার বার ঘটে বন্যা নামক প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

ভ্রমণ শেষে যখন বাসায় ফিরব বলে গাড়িতে চড়ে বসেছি, তখন সূর্য অস্ত গেছে পাটে। সন্ধ্যার গোধূলী লগন। মনে মনে ভাবছি বিখ্যাত লেখক যাযাবর (বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়) এর বিখ্যাত উপন্যাস 'দৃষ্টিপাত' এর নায়ক চারুদত্ত আধারকার এর সেই কথা- অস্তমিত সূর্যের গোধূলী লগ্ন দিশাহীন পথ প্রান্তে বসে মন যখন সুদূর অতীতের দিকে ফিরে তাকায়, তখন পাওয়া আর না পাওয়া থেকে পেয়ে হারানোর ব্যথাটাই বড় হয়ে দেখা দেয়।

পা ধোয়ানোর তাৎপর্য

[১৮ পৃ: পর]

গরীবদের অতি কাছে আসা উচিত।

শিষ্যদের কাছে ভালবাসা ও দয়ার চিহ্নের পর যীশু হয়ে উঠলেন নিঃস্ব দয়ার মানুষ। যেন একজন মানুষের এ দয়া প্রয়োজন মানুষটি যিনি সবার কাছে বলেছিলেন, যার তৃষ্ণা পেয়েছে, তাঁর কাছে পান করতে আসতে। যিনি ক্রুশ থেকে কেঁদে বলে উঠলেন, 'আমি তৃষ্ণার্ত' সকল ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা ক্ষমাহীন হয়ে পড়বে।

একজন সেবক এবং একজন চাকর হয়ে এবং অন্যদের পা ধুইয়ে দিয়ে যীশু নিজেকে দরিদ্রদের ক্ষমতাহীনদের সাথে নিজের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তিনি তাঁকে পরিচয় করালে। যারা অসুস্থ, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, আগন্তুক, বস্ত্রহীন অথবা কারাগারে (মথি ২৫ অধ্যায়)। একই রহস্য তিনি প্রকাশ করলেন। ঈশ্বর শুধুমাত্র যারা বিনম্র ও একাকী যন্ত্রণাকাতর তাদের কাছাকাছিই থাকেন না কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। তাদের আর দেখা যায় না অপদার্থ হিসাবে, মানুষের উঁচু পদে ওঠার মানুষটি হিসাবে দেখা যায় না, তারা এখন একেবারে ঈশ্বরের সমান। একদিন শিষ্যরা যীশুর কাছে শিশুদের আগমনকে বাঁধা দিচ্ছিল। তিনি রাগ করলেন আর বললেন, শিশু/ওদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিও না, এ ধরনের মানুষের কাছেই রয়েছে ঈশ্বরের ঐশরাজ্য। সত্যিকার ভাবে আমি আপনাদের বলছি, যে কেউ ঐশরাজ্যে একজন শিশুকে স্বাগতম জানায় না, তারা কোনদিন সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না (মার্ক ১০:১৪-১৫)। এবং অন্য সময় তিনি একজন শিশু হাতের কাছে নিলেন (লূক ৯:৪৮)।

বিবাহ ভোজের উপমায় (লূক ১৪ অধ্যায়) যীশু নিশ্চয়তা দিলেন যে অনেক ভাল, স্বাস্থ্যবান লোক এখন নীতিবান লোক সন্দেহ নেই এবং যারা সমাজের ভাল অবস্থানে আছেন তাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা তা প্রত্যাখান করেছেন এবং তাই নিমন্ত্রণগুলো এখন লোকদের কাছে গেল যারা ছিল গরীব, দুর্বল, খোড়া, লূলা এবং অন্ধ এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্বল লোকদের তারা সকলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তারা এসে ঘর ভর্তি করে ফেললেন। যীশুর জীবন ও শিক্ষা সব কিছুই পরিণত হল উর্ধ্ব থেকে নিম্নে। তারা এখন ঈশ্বরের অতি কাছে, যারা বিনম্র ও দুর্বল আর কখনোই যারা ক্ষমতাশালী তাদেরকে সিংহাসনে বসানো হবে না। এ হল সমাজের মানবতার জন্য নতুন দর্শন।

যেভাবে যীশু নিজেকে শিষ্যদের সামনে নত করেছেন। তিনি আমাদের তাই বলছেন, প্রধান আসন না খুঁজতে কিন্তু সমাজের সমান অংশী হতে, এক দেহ হতে যেখানে গরীব ও দুর্বলেরা একই মর্যাদার রয়েছে (লুক ১৪:১০-১১)।

যখন যীশু তাঁর শিষ্যদের ডেকেছেন সবচেয়ে নীচু আসন নিতে তাদের ঠিক নিমন্ত্রণ করেননি বিনম্র হতে এবং ক্ষুদ্র হতে কিন্তু অহংকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে। বেনসিরাক ইতিমধ্যে তার গ্রন্থে বলেছেন।

যীশু আমাদের বলেন যে, নিচু আসনের কথা বলে আমরা গরীবদের সাক্ষাৎ পাব। দুর্বল, খোড়া, লূলা, অন্ধদের এবং বর্ণবাদীদের যারা সবাই হলো ঈশ্বরের সামনে চিহ্ন স্বরূপ, যেভাবে আমরা তাদের বন্ধু হই, সেই একই ভাবে ঈশ্বরের বন্ধু হই। যীশু আমাদের এ নতুন দর্শন মেনে নিতে বাধ্য করেন না। তিনি এখন কোন নিয়মনীতি তৈরী করেনি, বেশ তিনি যা আমাদের বলেন তা মেনে নিতে হবে। তিনি শুধু আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করেছেন, ধনী-গরীবদের এই নিম্নমুখী পথে এগিয়ে যেতে। এটি এমন একটি পথ, যা নতুন দরিদ্রতা বয়ে আনছে। কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা, এটাই হলো স্বাধীনতা/ মুক্তির পুনর্মিলনে শান্তি র আনন্দের গম্ভীর পথ।

তথ্যসূত্র : Jean Vanier এর লেখা The Scandal of Dervice, 1998.